

বাগান

বাণিজ্যিক লক্ষ্যে সূর্যমুখী ফুল চাষের পদ্ধতি

নিজস্ব প্রতিনিধি: সূর্যমুখী ফুলের নাম সূর্যমুখী কারণ এই ফুলটি সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। সূর্যমুখী ফুলের ধূমের বৈশিষ্ট্য, এটি সূর্যের আলোকে অনুসরণ করে, অর্থাৎ সূর্য পূর্ব দিকে থেকে পশ্চিম দিকে যেভাবে চলাচল করে, এই ফুলের মুখও সূর্যের দিকেই যাবে। এই ফুলের নাম দেওয়া হয়েছে সূর্যমুখী, যার মানে সূর্যের দিকে মুখ করা ফুল।

সূর্যমুখী ফুল কখন চাষ করা হয়: বৌনার সময়: সূর্যমুখী সারা বছর চাষ করা যায়। তবে অগ্রহায় মাসে চাষ করলে ভালো ফলের পাওয়া যায়। দেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে সূর্যমুখী ১৫ সেপ্টেম্বর এর নাচে হলে ১০-১২ দিন পরে বীজ বপন করা উচিত। খরিফ-১ মরসুমে জৈষ্ঠ (এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝের সময়) মাসেও এর চাষ করা যায়।

সূর্যমুখী ফুল কখন কাজ করে? সূর্যমুখী ফুল সাধারণত ৭০-১০০ দিনের মধ্যে ফোটে, যা চাষের সময়কাল আর আবহাওরের ওপর নির্ভর করে। সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে লাগানো হলে জুলাই-আগস্ট মাসে ফুল ফোটার সময়কাল থাকে।

কীভাবে চাষ করতে হয়: সূর্যমুখী ফুলের চাষ করতে হলে কিছু বিশেষ ধাপ আর যত্নের দরকার হয়।

চাষের নানা ধাপ: জমি প্রস্তুত করা

জমি নির্বাচন: সূর্যমুখী ফুলের জন্য উত্তর, দোঁআঁশ আর বেলে দোঁআঁশ মাটি ভালো। জল নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা থাকতে হবে।

মাটির প্রশিক্ষণ: ৬.০ থেকে ৭.৫ এর মধ্যে প্রয়োজন মুক্ত মাটি ভালো।

জমি রাশ: জমি ভালোভাবে চাষ করে মাটির চেলা ডেকে নিতে হবে। গুরুতর চাষ করার পরে জমি সমান করে নিন।

বীজের মান: উচ্চ মানের সার্টার্ফাইট বীজ ব্যবহার করুন।

বপনের সময়: ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ বা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (জমির ধূমে)

ও জলবায়ুর ওপর নির্ভর করে।

বীজ বপনের উপযুক্ত সময়:

বীজ বপনের পদ্ধতি: লাইন বা ছিটিয়ে বপন করা যায়। লাইন থেকে লাইন দূর ২.৫ থেকে ৩ ফুট আর চারা থেকে চারা ১.৫ থেকে ২ ফুট

করা যেতে পারে।

রাসায়নিক সার: প্রতি এক জমিতে

৪০ কেজি নাইটেজেন, ২০ কেজি ফসফরাস আর ২০ কেজি পটাশ ব্যবহার করতে পারেন।

ফসল সংগ্রহ: ফুল শুকিয়ে বাদামী

রঙ ধারণ করলে তা সংগ্রহ করতে

বাড়িতেও চাষ করতে পারেন



বীজের গতীয়তা: বীজ ১ থেকে

১.৫ হাঁক গভীরে বপন করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থা:

প্রথম সেচ: বীজ বপনের পর প্রথম

প্রথম সেচ সেচ দিতে হবে।

পরের সেচ: ১৫-২০ দিন অন্তর

অন্তর সেচ দিতে হবে, তবে ফুল

আসার সময় সেচ অত্যন্ত

পুরুষপূর্ণ।

বীজের মান: উচ্চ মানের সার্টার্ফাইট

বীজ ব্যবহার করুন।

বপনের সময়: ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ

বা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (জমির ধূমে)

করা যেতে পারে।

রাসায়নিক সার: প্রতি এক জমিতে

৪০ কেজি নাইটেজেন, ২০ কেজি ফসফরাস আর ২০ কেজি পটাশ ব্যবহার করতে পারেন।

ফসল সংগ্রহ: ফুল শুকিয়ে বাদামী

রঙ ধারণ করলে তা সংগ্রহ করতে

করতে এদের ব্যবহার করা যায়।

সেইসঙ্গে অন্যান্য ব্যবহারের জন্য যেমন গুড়া পশ্চিম খাবার, পাখির খাবার আর নান্দনিকতা জন্য গাইস্থ বাগানে রোপণ করা হয়।

সূর্যমুখী ফুলের কাজ কী:

সূর্যমুখী এক ধরনের একবৰী ফুল গাছ। বিশেষ বিভিন্ন দেশে এই ফুলের বাণিজ্যিক চাষ হয়।

সূর্যমুখী ফুল হিসাবে সূর্যমুখী

সকলের কাছে পরিচিত।

ক্যানাসার: প্রতিরোধে সাহায্য করে।

হাড়ের সমস্যা: সমাধানে।

শরীরের ব্যথা: ক্ষয় রোগ দূর

করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: বাড়ায়।

পুষ্টিশেষে ভর্পুর।

সূর্যমুখী ফুলের বীজ:

কীভাবে খেতে হয়:

এই বীজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গোলি নিয়ে হিসাবে ব্যবহার করা হয়। খোলা বীজ বাইজে প্রতিক্রিয়া দিতে হবে।

সঠিক পরিবর্যাপ্তি: বীজ ব্যবহার করে হাতে পারে।

সূর্যমুখী ফুলের চাষ করতে হবে।

আগাছা নিয়ন্ত্রণ:

জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

বাস্তির প্রয়োগ প্রয়োগে নিতে

হবে।

বীজ সংগ্রহ: ফুল কাটার পরে, সব

বীজ ভালোভাবে শকিয়ে নিতে

হবে। শুকানো বীজ গোলা করে

স্বরক্ষণ করতে হবে।

রোগ ও পোকামাকড়: রোগের প্রয়োগ আর পোকামাকড় করে

স্বরক্ষণ করতে হবে।

সূর্যমুখী ফুল কেন চাষ করা হয়:

সাধারণ স্বর্যমুখী ফুলের চাষ করতে হবে।

বীজের মান: উচ্চ মানের সার্টার্ফাইট

বীজ ব্যবহার করুন।

বপনের সময়: ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ

বা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (জমির ধূমে)

করতে হবে।

আগাছা নিয়ন্ত্রণ: বীজ ১ থেকে

১.৫ হাঁক গভীরে বপন করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থা:

প্রথম সেচ: বীজ বপনের পর প্রথম

প্রথম সেচ সেচ দিতে হবে।

পরের সেচ: ১৫-২০ দিন অন্তর

অন্তর সেচ দিতে হবে, তবে ফুল

আসার সময় সেচ অত্যন্ত

পুরুষপূর্ণ।

বীজের মান: উচ্চ মানের সার্টার্ফাইট

বীজ ব্যবহার করুন।

বপনের সময়: ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ

বা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (জমির ধূমে)

করতে হবে।

আগাছা নিয়ন্ত্রণ: বীজের মানের

সাধারণত স্বীকৃত হয়।

সেচ ব্যবস্থা:

প্রথম সেচ: বীজ বপনের পর প্রথম

প্রথম সেচ সেচ দিতে হবে।

পরের সেচ: ১৫-২০ দিন অন্তর

অন্তর সেচ দিতে হবে, তবে ফুল

আসার সময় সেচ অত্যন্ত

পুরুষপূর্ণ।